৭। ১৯৯০ সনের ২৮নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা(১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা।—

"(১) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক বা কর্মচারী ইচ্ছা করিলে ট্রাষ্টের তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে; এইরূপ চাঁদা, চাঁদা প্রদানকারীর বেতন-ভাতার উৎস হইতে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও পরিমাণে কর্তন করিতে হইবে।" এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এর "করিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ" শব্দগুলির পরিবর্তে "না" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। ১৯৯০ সনের ২৮নং আইনের ধারা ১১ এর বিলোপ।—উক্ত আইনের ধারা ১১ বিলুপ্ত হইবে।

২০০২ সনের ২৭নং আইন

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড প্রতিষ্ঠাকল্পে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা আইন, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে—

(ক) "অবসরপ্রাপ্ত" অর্থ কোন আইন বা সরকারী নীতি অনুযায়ী চাকুরীর নির্ধারিত বয়ঃসীমা উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে অথবা নির্ধারিত চাকুরীর মেয়াদ পূর্তির পর স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের কারণে চাকুরী হইতে অবসরপ্রাপ্ত;

(খ) "কর্মচারী" অর্থ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মচারী;

(গ) "চেয়ারম্যান" অর্থ পরিষদের চেয়ারম্যান;

(ঘ) "পরিবার" অর্থ—

(অ) শিক্ষক বা কর্মচারী পুরুষ হইলে তাহার স্ত্রী এবং শিক্ষক বা কর্মচারী মহিলা হইলে তাহার স্বামী; এবং

(আ) শিক্ষক বা কর্মচারীর সন্তানাদি, মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানাদি, দত্তক পুত্র (কেবল হিন্দু শিক্ষক বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে) এবং শিক্ষক বা কর্মচারীর উপর নির্ভরশীল ও তাহার সহিত বসবাসরত পিতামাতা, নাবালক ভাই এবং অবিবাহিতা, তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা বোন;

(ঙ) "পরিষদ" অর্থ ধারা ৬ এর অধীন গঠিত পরিচালনা পরিষদ;

(চ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ছ) "বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" অর্থ এমন কোন মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, দাখিল ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের মাদ্রাসা এবং কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যাহার শিক্ষক ও কর্মচারীগণের আংশিক বেতন-ভাতা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হয়;

(জ) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত বোর্ড; এবং

(ঝ) "শিক্ষক" অর্থ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক।

৩। বোর্ড প্রতিষ্ঠা।—(১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, সরকার এই আইনের বিধান-অনুযায়ী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড নামে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহার নামে উহার পক্ষে এবং উহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। বোর্ডের প্রধান কার্যালয়।—বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং বোর্ড, প্রয়োজনবোধে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে ইহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। বোর্ড পরিচালনা।—বোর্ডের পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং পরিষদ বোর্ডের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

৬। পরিচালনা পরিষদের গঠন।—(১) বোর্ডের একটি পরিচালনা পরিষদ থাকিবে যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্য-সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকারবলে, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক, পদাধিকারবলে, যিনি উহার ভাইস্-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক, পদাধিকারবলে;

(ঘ) সরকার কর্তৃক মনোনীত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন পরিচালক;

(ঙ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, [illegible] মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত [illegible];

(চ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, যিনি উক্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত হইবেন;

(ছ) অর্থ বিভাগের উপ-সচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, যিনি উক্ত বিভাগ কর্তৃক মনোনীত হইবেন;

(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত এগার জন শিক্ষক, যাহাদের মধ্যে তিন জন বেসরকারী কলেজের, তিন জন বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের, তিন জন দাখিল ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের বেসরকারী মাদ্রাসার, একজন বেসরকারী উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউটের এবং একজন বেসরকারী কারিগরী মাধ্যমিক ইনষ্টিটিউটের শিক্ষকগণের মধ্যে হইতে হইবেন; এবং

(ঝ) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তিন জন কর্মচারী, যাহারা সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(২) পরিষদের একজন সচিব থাকিবেন যিনি উপ-ধারা (১) এর দফা (জ) তে উল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (জ) ও (ঝ) এর অধীন মনোনীত সদস্য মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই যে কোন সময়ে তাহার মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে মনোনীত কোন সদস্য স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৭। বোর্ডের কার্যাবলী।—বোর্ডের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীগণকে অবসরকালীন সুবিধাদি প্রদান;

(খ) চাকুরীরত থাকালীন কোন শিক্ষক বা কর্মচারী মৃত্যুবরণ করিলে তাহার পরিবারকে অবসর সুবিধা প্রদান;

(গ) অবসর সুবিধাদির হার, সময়সীমা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী নির্ধারণ;

(ঘ) উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮। পরিষদের সভা।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, পরিষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) পরিষদের সভা চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে উহার সচিব কর্তৃক আহূত হইবে এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি ছয় মাসে পরিষদের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যান এবং তাহাদের উভয়ের অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে মনোনীত কোন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) পরিষদের মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে উহার সভায় কোরাম হইবে ঃ মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) পরিষদ গঠনে কোন ত্রুটি রহিয়াছে বা উহাতে কোন শূন্যতা রহিয়াছে শুধু এই কারণে পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা বে-আইনী হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৯। বোর্ডের তহবিল।—(১) বোর্ডের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা ঃ—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) শিক্ষক ও কর্মচারীগণ কর্তৃক প্রদত্ত বাধ্যতামূলক চাঁদা; এবং

(গ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) বোর্ডের তহবিল নিম্নরূপ দুইটি অংশে বিভক্ত থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) স্থায়ী তহবিল; এবং

(খ) চলতি তহবিল।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত স্থায়ী তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা ঃ—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এককালীন প্রথম অনুদান বা অন্য কোন অনুদান; এবং

(খ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বা নির্দেশিত অন্য কোন অর্থ।

(৪) স্থায়ী তহবিলের অর্থ কোন জাতীয়করণকৃত ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে। বোর্ডের কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উক্ত তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাইবে না।

(৫) উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত চলতি তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা ঃ—

(ক) শিক্ষক ও কর্মচারীগণ কর্তৃক প্রদত্ত বাধ্যতামূলক চাঁদা;

(খ) স্থায়ী তহবিলে রক্ষিত অর্থের সুদ বা অর্জিত আয়; এবং

(গ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৬) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত তহবিলের অর্থ যে কোন জাতীয়করণকৃত ব্যাংকে একটি হিসাবে জমা রাখিতে হইবে। চলতি তহবিলে জমাকৃত অর্থ হইতে বোর্ডের যে কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৭) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত তহবিলের ব্যাংক-হিসাব পরিষদ কর্তৃক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে এবং নির্ধারিত খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

১০। **শিক্ষক ও কর্মচারীগণ কর্তৃক চাঁদা প্রদান**।—(১) প্রত্যেক শিক্ষক ও কর্মচারী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হারে ও পদ্ধতিতে বোর্ডের তহবিলে বাধ্যতামূলক চাঁদা প্রদান করিবেন এবং এই চাঁদা তাহাদের বেতন ভাতার উৎস হইতে কর্তন করা যাইবে।

(২) যদি কোন শিক্ষক বা কর্মচারী উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বাধ্যতামূলক চাঁদা প্রদান না করেন বা চাঁদা অনাদায়ী রাখেন, তাহা হইলে তিনি বা তাহার পরিবারবর্গের কেহই এই আইনের অধীন প্রদেয় কোন অবসর সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হইবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, চাঁদা বকেয়া থাকার ক্ষেত্রে পরিষদ যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, চাঁদা বকেয়া রাখা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা কর্মচারীর স্বেচ্ছাকৃত নহে বা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে চাঁদা বকেয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে পরিষদ বকেয়া চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে বা তাহার পরিবারবর্গকে এই আইনের অধীনে অবসর সুবিধা প্রদান করিতে পারিবে।

১১। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।—(১) বোর্ড যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক বলিয়া উল্লিখিত, প্রতি বৎসর বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বোর্ডের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং উক্ত উদ্দেশ্যে বোর্ডের যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১২। বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারী।—বোর্ডের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পরিষদ প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৩। প্রতিবেদন।—(১) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বোর্ড তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনমত বোর্ডের নিকট হইতে যে কোন সময় উহার যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী তলব করিতে পারিবে এবং বোর্ড সরকারের নিকট উহা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৪। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম।—এই আইন বা উহার আওতায় প্রণীত প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য বোর্ডের কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

১৫। প্রবিধান প্রণয়ন ক্ষমতা।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ
সচিব।

আবদুল মালেক, উপ-নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ১৭, ২০০৫

[৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড পরিচালনা পরিষদ
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ জানুয়ারী ২০০৫/২৫ পৌষ ১৪১১

এস, আর, ও নম্বর ০৬-আইন/২০০৫।—বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ১৫ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড পরিচালনা পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই প্রবিধানমালা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা প্রবিধানমালা, ২০০৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) "অবসর" অর্থ কোন আইন বা সরকারী নীতি অনুযায়ী চাকুরীর নির্ধারিত বয়ঃসীমা উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে অথবা নির্ধারিত চাকুরীর মেয়াদ পূর্তির পর স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের কারণে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ;

(খ) "অবসর সুবিধা চাঁদা" অর্থ প্রবিধান ৮ অনুযায়ী প্রদত্ত চাঁদা;

(গ) "অর্থ বৎসর" অর্থ কোন বৎসরের ১লা জুলাই হইতে পরবর্তী বৎসরের ৩০ শে জুন পর্যন্ত সময়কাল;

(ঘ) "আইন" অর্থ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ২৭ নং আইন);

(ঙ) "কর্মচারী" অর্থ আইনের ধারা ২ (খ) তে সংজ্ঞায়িত কর্মচারী;

(চ) "কার্যকর চাকুরীকাল" অর্থ মোট চাকুরীকাল হইতে অসাধারণ ছুটি, কর্তব্যকাল হিসাবে গণ্য হয় নাই এমন সাময়িক বরখাস্ত কাল, এমপিও বহির্ভূত চাকুরীকাল, অননুমোদিত অনুপস্থিতি ও চাকুরীর বিরতিকাল ব্যতীত অবশিষ্ট চাকুরীকাল;

মূল্য ঃ ৬.০০ টাকা

(ছ) "তহবিল" অর্থ প্রবিধান ৩ এর অধীন গঠিত তহবিল;

(জ) "পরিষদ" অর্থ আইনের ধারা ৬ এর অধীন গঠিত পরিচালনা পরিষদ;

(ঝ) "বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" অর্থ আইনের ধারা ২ (ছ) তে সংজ্ঞায়িত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(ঞ) " বোর্ড" অর্থ আইনের ধারা ৩ এর অধীন গঠিত বোর্ড;

(ট) "শিক্ষক" অর্থ আইনের ধারা ২ (ঝ) তে সংজ্ঞায়িত শিক্ষক।

৩। **অবসর সুবিধা তহবিল গঠন।**—এই প্রবিধানমালা কার্যকর হওয়ার পর বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদেরকে অবসর সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য অবসর সুবিধা তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে, যথাঃ—

(ক) প্রবিধান ৮ এর অধীন প্রাপ্ত অর্থ;

(খ) পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে সময় সময় তহবিলে প্রদত্ত মঞ্জুরী;

(গ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে অর্জিত আয়; এবং

(ঘ) অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

৪। **তহবিলের ব্যবস্থাপনা।**—(১) তহবিলের ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, বিনিয়োগ ও পরিচালনার দায়িত্ব পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) পরিষদ এই প্রবিধানমালা অনুসারে অবসর সুবিধাদি পরিশোধের উদ্দেশ্যে তহবিলের অর্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে জমা রাখিতে পারিবে।

(৩) পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান ও সচিবের যুগ্ম-স্বাক্ষরে তহবিলের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে, তবে প্রয়োজনে অনধিক দশ হাজার টাকা সচিবের একক স্বাক্ষরে উত্তোলন করা যাইবে।

(৪) দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য অনধিক পাঁচ হাজার টাকা সচিবের নিকট নগদ জমা রাখা যাইবে।

(৫) অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে, অনধিক একলক্ষ টাকা পরিষদের চেয়ারম্যানের অনুমোদক্রমে এবং তদুর্দ্ধের টাকা পরিষদের অনুমোদনক্রমে উত্তোলন করা যাইবে।

৫। **তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।**—(১) এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে তহবিলের অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও উহার তত্ত্বাবধান;

(খ) তহবিলের জন্য, প্রয়োজন বোধে, বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে, ঋণ গ্রহণ;

(গ) প্রবিধান ৬ অনুযায়ী তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্তির পরবর্তী মাসে তহবিলের আয়, ব্যয়, বিনিয়োগ ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বোর্ডের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন;

(চ) এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসর সুবিধাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে যথাশীঘ্র পরিশোধ ; এবং

(ছ) উপরি-উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য আনুষংগিক কার্যক্রম গ্রহণ।

(২) পরিষদ উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত উহার এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠন এবং এইরূপ কমিটির দায়িত্ব ও কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬। **তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ, ইত্যাদি।**—পরিষদ তহবিলের অর্থ এইরূপে বিনিয়োগ করিবে যাহাতে উক্ত বিনিয়োগ হইতে সম্ভাব্য সর্বাপেক্ষা অধিক আয় হইতে পারে এবং এতদুদ্দেশ্যে কমিটি তহবিলের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ কোন রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকের স্থায়ী আমানতে বা সঞ্চয়ী হিসাবে রাখিতে বা কোন লাভজনক সরকারী সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

৭। **তহবিলের অর্থ ব্যয় ও হিসাব নিরীক্ষা।**—(১) তহবিলের অর্থ অবসর সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইবে।

(২) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব বোর্ডের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে।

৮। **তহবিলে চাঁদা প্রদান।**—এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রবিধান ৩ এর অধীন গঠিত তহবিলে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক ও কর্মচারী তাহাদের মূল বেতনের ৪% হারে মাসিক ভিত্তিতে বাধ্যতামূলক চাঁদা প্রদান করিবেন।

৯। **চাঁদা সংগ্রহ ও জমাদান পদ্ধতি।**—(১) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীগণের মাসিক বেতন ভাতার সরকারী অংশ প্রদানকালে প্রত্যেক শিক্ষক ও কর্মচারীর মূল বেতনের ৪% হারে অর্থ "অবসর সুবিধা চাঁদা" হিসাবে সরকার কর্তৃক কর্তন করা হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কর্তনকৃত অর্থ তহবিলে জমা হইবে।

(৩) ১লা ডিসেম্বর, ২০০২ ইং তারিখ হইতে "অবসর সুবিধা চাঁদা" কর্তন করা হইবে, তবে বকেয়া চাঁদা কর্তন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত হারের দ্বিগুন হারে চাঁদা কর্তন করা যাইবে।

১০। **তহবিল হইতে শিক্ষক ও কর্মচারীগণকে প্রদেয় অবসর সুবিধাদি।**—(১) চাঁদা প্রদানকারী কোন শিক্ষক বা কর্মচারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তিনি এমপিওভুক্ত হইবার পর যত বৎসর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিয়াছেন তাহার ভিত্তিতে নিম্নোক্তভাবে এককালীন আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	কার্যকর চাকুরীকাল	প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধা
(১)	দশ বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু এগার বছরের কম	১০ মাসের মূল বেতনের সম পরিমাণ অর্থ
(২)	এগার বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু বার বছরের কম	১৩ মাসের মূল বেতনের সম পরিমাণ অর্থ
(৩)	বার বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু তের বছরের কম	১৬ মাসের মূল বেতনের সম পরিমাণ অর্থ
(৪)	তের বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু চৌদ্দ বছরের কম	১৯ মাসের মূল বেতনের সম পরিমাণ অর্থ
(৫)	চৌদ্দ বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু পনের বছরের কম	২২ মাসের মূল বেতনের সম পরিমাণ অর্থ
(৬)	পনের বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ষোল বছরের কম	২৫ মাসের মূল বেতনের সম পরিমাণ অর্থ
(৭)	ষোল বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু সতের বছরের কম	২৯ মাসের মূল বেতনের সম পরিমাণ অর্থ
(৮)	সতের বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু আঠারো বছরের কম	৩৩ মাসের মূল বেতনের সম পরিমাণ অর্থ
(৯)	আঠারো বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু উনিশ বছরের কম	৩৭ মাসের মূল বেতনের সম পরিমাণ অর্থ
(১০)	উনিশ বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু বিশ বছরের কম	৪২ মাসের মূল বেতনের সম পরিমাণ অর্থ
(১১)	বিশ বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু একুশ বছরের কম	৪৭ মাসের মূল বেতনের সম পরিমাণ অর্থ
(১২)	একুশ বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু বাইশ বছরের কম	৫২ মাসের মূল বেতনের সম পরিমাণ অর্থ
(১৩)	বাইশ বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু তেইশ বছরের কম	৫৭ মাসের মূল বেতনের সম পরিমাণ অর্থ
(১৪)	তেইশ বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু চব্বিশ বছরের কম	৬৩ মাসের মূল বেতনের সম পরিমাণ অর্থ
(১৫)	চব্বিশ বছর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু পঁচিশ বছরের কম	৬৯ মাসের মূল বেতনের সম পরিমাণ অর্থ
(১৬)	পঁচিশ বছর বা তদূর্ধ্ব চাকুরীর জন্য সর্বোচ্চ	৭৫ মাসের মূল বেতনের সম পরিমাণ অর্থ

(২) চাঁদা প্রদানকারী কোন শিক্ষক বা কর্মচারী চাকুরীকালীন সময়ে মৃত্যুবরণ করিলে তাহার পরিবার উক্ত শিক্ষক বা কর্মচারী এমপিওভুক্ত হইবার পর যত বৎসর চাকুরী করিয়াছেন তাহার ভিত্তিতে উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত হারে অবসর সুবিধা প্রাপ্য হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ১লা ডিসেম্বর, ২০০২ ইং তারিখে অথবা তাহার পর কোন শিক্ষক বা কর্মচারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ অথবা মৃত্যুবরণ করিলে তিনি অথবা ক্ষেত্রমত, তাহার পরিবার উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত হারে অবসর সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত শিক্ষক বা কর্মচারী এমপিওভুক্ত হইবার পর তাহার বেতন ভাতা হইতে যত বৎসর প্রবিধান ৯ এ উল্লিখিত হারে "অবসর সুবিধা চাঁদা" কর্তন করা হয় নাই তত মাসের মূল বেতনের সম পরিমান অর্থ প্রাপ্য হইবেন না।

(৪) এই প্রবিধানমালা অনুযায়ী প্রদেয় অবসর সুবিধাদির জন্য ১লা জানুয়ারী, ১৯৮০ ইং তারিখের পূর্বের কোন চাকুরী গণনা করা হইবে না।

(৫) কোন শিক্ষক বা কর্মচারী চাকুরীর সময়সীমা অবসর গ্রহণের নির্ধারিত সময়সীমা বর্ধিত করা হইলে উক্ত বর্ধিত সময় এই প্রবিধানমালার আওতায় অবসর সুবিধা প্রদানের জন্য বিবেচিত হইবে না।

(৬) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে চাকুরীচ্যুত শিক্ষক বা কর্মচারীগণ কেবলমাত্র "অবসর সুবিধা চাঁদা" হিসাবে কর্তনকৃত অর্থ পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে মুনাফাসহ ফেরত পাইবেন।

(৭) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাকুরী হইতে পদত্যাগকারী কোন শিক্ষক বা কর্মচারী এমপিওভুক্ত হইবার পর তাহার কার্যকর চাকুরীকাল ২৫ বছর পূর্ণ না হইলে কোন সুবিধা পাইবেন না, তবে তাহার চাঁদা হিসাবে জমাকৃত অর্থ পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে মুনাফাসহ ফেরত পাইবেন।

(৮) অবসর গ্রহণকারী কোন শিক্ষক বা কর্মচারী কার্যকর চাকুরীকাল ১০ বছর পূর্ণ না হইলে এই বিধিমালার আওতায় তিনি কোন সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন না।

১১। **কার্যকর চাকুরীতে ঘাটতি প্রমার্জন।**—অবসর সুবিধা প্রাপ্তির জন্য কোন শিক্ষক বা কর্মচারীর প্রয়োজনীয় কার্যকর চাকুরীতে ঘাটতি দেখা দিলে—

(ক) ছয় মাস বা তদপেক্ষা কম সময়ের ঘাটতি প্রমার্জন করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে;

(খ) ছয় মাসের বেশী কিন্তু এক বৎসরের বেশী নয় এইরূপ সময়ের ঘাটতি বোর্ড কর্তৃক প্রমার্জন করা যাইবে, যদি তিনি—

(অ) চাকুরীতে কর্মরত থাকাকালে মৃত্যুবরণ করিয়া থাকেন; অথবা

(আ) তাঁহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে (যেমন- পংগুত্ব বা পদ অবলুপ্তি) অবসর গ্রহণ করিয়া থাকেন অথচ উক্ত নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ঘটনা না ঘটিলে তিনি আরও এক বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরী করিতে পারিতেন; এবং

(ই) সন্তোষজনক চাকুরী করিয়া থাকেন।

(২) কার্যকর চাকুরীতে এক বৎসরের বেশী সময়ের ঘাটতি কোন অবস্থাতেই প্রমার্জন করা হইবেনা।

১২। **অবসর সুবিধা গ্রহণের জন্য মনোনয়ন।**—(১) কোন শিক্ষক বা কর্মচারী এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের—

(ক) সময় চাকুরীরত থাকিলে, উহা গেজেটে প্রকাশের নব্বই দিনের মধ্যে; এবং

(খ) পরে চাকুরীতে যোগদান করিলে চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে;

ফরম-"ক" অনুসারে তাহার অবসর সুবিধাদি প্রাপ্তির জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন করিয়া উক্ত ফরম পরিষদের নিকট জমা দিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করার ক্ষেত্রে, মনোনীত ব্যক্তিগণের অংশ নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে, যদি এইরূপ কোন অংশ নির্ধারণ করিয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ সমান অংশে ভাগ করা হইবে।

(৩) কোন শিক্ষক বা কর্মচারী কমিটির নিকট লিখিত নোটিশ দিয়া যে কোন সময় উক্ত মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন।

(৪) মনোনীত ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হইলে তাহার পক্ষে তহবিলের অর্থ গ্রহণের জন্য একজন অভিভাবক নিয়োগ করা যাইবে।

(৫) কোন শিক্ষক বা কর্মচারী উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে মনোনয়ন জমা না দিয়া মৃত্যুবরণ করিলে তহবিলের অর্থ উত্তরাধিকার প্রমাণ পত্রের ভিত্তিতে উক্ত শিক্ষক বা কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হইবে।

১৩। **শিক্ষক-কর্মচারীর সার্ভিসবুক সংরক্ষণ।**—(১) এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক ও কর্মচারীর চাকুরী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক একটি সার্ভিসবুকে সংরক্ষিত থাকিবে।

(২) পরিষদের লিখিত অনুরোধক্রমে কোন শিক্ষক বা কর্মচারীর চাকুরী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান সরবরাহ করিবেন।

১৪। **অবসরভাতা, ইত্যাদির জন্য আবেদন।**—(১) এই প্রবিধানমালার অধীন অবসর সুবিধাদি পাইবার উদ্দেশ্যে কোন শিক্ষক বা কর্মচারী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন বা সর্বশেষ কর্মরত ছিলেন সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের মাধ্যমে পরিষদের নিকট আবেদন দাখিল করিবেন।

(২) প্রবিধান ১০ এর উপ-প্রবিধান (১) ও (৩) এর অধীন অবসরপ্রাপ্ত অথবা উক্ত প্রবিধান এর উপ-প্রবিধান (৭) অনুযায়ী কার্যকর চাকুরীকাল ২৫ বৎসরের বেশী এমন পদত্যাগকারী শিক্ষক ও কর্মচারীগণকে অবসর সুবিধা প্রাপ্তির জন্য ফরম-'খ' অনুসারে আবেদন করিতে হইবে।

(৩) প্রবিধান ১০ এর উপ-প্রবিধান (২) ও (৩) এর অধীন অবসর সুবিধা প্রাপ্তির জন্য মৃত শিক্ষক বা কর্মচারীর মনোনীত ব্যক্তিকে ফরম-'গ' অনুসারে আবেদন করিতে হইবে।

১৫। **অবসর সুবিধাদি পরিশোধের স্থান।**—এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসর সুবিধাদি যথাসম্ভব উহার প্রাপককে পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হইবে।

১৬। **প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ বিষয়।**—এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসর সুবিধাদি সংক্রান্ত কোন বিষয়ে এই প্রবিধানমালায় পর্যাপ্ত বিধান না থাকিলে উক্ত বিষয়ে, সরকারের সাধারণ নির্দেশ সাপেক্ষে, পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

"ফরম-'ক'

[প্রবিধান ১২(১) দ্রষ্টব্য]

অবসর সুবিধাদি গ্রহণের জন্য মনোনয়নপত্র

মনোনীত ব্যক্তি/ ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা	শিক্ষক বা কর্মচারীর সহিত মনোনীত ব্যক্তির সম্পর্ক	মনোনীত ব্যক্তির বয়স	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অবসর ভাতার পরিমাণ (শতকরা হারে)	যদি মনোনীত ব্যক্তি মনোনয়নকারী শিক্ষক বা কর্মচারীর পূর্বে মারা যান সেক্ষেত্রে এই অধিকার যাহার উপর বর্তাইবে তাহার নাম, ঠিকানা, বয়স ও সম্পর্ক (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫
১। ২। ৩। ৪।				

সাক্ষী ঃ

১। .....

২। .....

তারিখ.....

শিক্ষক/কর্মচারীর স্বাক্ষর

নাম ঃ.....

পদবী ঃ.....

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা..... ।" ।

"ফরম-'খ'

[প্রবিধান-১৪(২) দ্রষ্টব্য]

প্রবিধান ১০ এর উপ-প্রবিধান (১) ও (৩) এর অধীন অবসরপ্রাপ্ত অথবা উক্ত প্রবিধান এর উপ-প্রবিধান (৭) অনুযায়ী কার্যকর চাকুরীকাল ২৫ বৎসরের বেশী এমন পদত্যাগকারী শিক্ষক বা কর্মচারী কর্তৃক অবসর সুবিধা প্রাপ্তির আবেদন

(১)	আবেদনকারী শিক্ষক/কর্মচারীর নাম	ঃ
(২)	পিতা/স্বামীর নাম	ঃ
(৩)	মাতার নাম	ঃ
(৪)	পদের নাম	ঃ
(৫)	ইনডেক্স নম্বর	ঃ
(৬)	বর্তমান ঠিকানা	ঃ
(৭)	স্থায়ী ঠিকানা	ঃ
(৮)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও কোড নম্বর	ঃ
(৯)	চাকুরীতে যোগদানের তারিখ	ঃ
(১০)	এমপিওভুক্ত হইবার তারিখ	ঃ
(১১)	জন্ম তারিখ	ঃ
(১২)	অবসর গ্রহণ বা ইস্তফাকালে বেতনক্রম ও মূল বেতন	ঃ
(১৩)	সর্বশেষ উত্তোলিত মূল বেতন	ঃ
(১৪)	অবসর সুবিধা চাঁদা কর্তন শুরুর তারিখ	ঃ
(১৫)	সর্বশেষ অবসর সুবিধা চাঁদা কর্তনের তারিখ	ঃ
(১৬)	চাকুরী বিরতি কাল (বিনা বেতনে ছুটি অননুমোদিত অনুপস্থিতি, চাকুরী বিরতি ইত্যাদির যোগফল)	ঃ
(১৭)	মোট কার্যকর চাকুরীকাল	ঃ

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লেখিত তথ্য সঠিক ও নির্ভূল এবং আমি কোন তথ্য গোপন করি নাই। যদি কোন তথ্য অসত্য বা ভুল প্রমাণিত হয় তাহা হইলে আমি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ডকে এই আবেদনপত্রের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকিব।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

প্রত্যয়নপত্র ঃ বর্ণিত তথ্যাদি সঠিক বলিয়া প্রত্যয়ন করিতেছি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর।"।

"ফরম-'গ'

[প্রবিধান-১৪(৩) দ্রষ্টব্য]

প্রবিধান ১০ এর উপ-প্রবিধান (২) ও (৩) এর অধীন অবসর সুবিধা প্রাপ্তির জন্য মৃত শিক্ষক বা কর্মচারীর মনোনীত ব্যক্তি কর্তৃক আবেদন।

(১)	শিক্ষক/কর্মচারীর নাম	ঃ
(২)	পিতা/স্বামীর নাম	ঃ
(৩)	মাতার নাম	ঃ
(৪)	পদের নাম	ঃ
(৫)	ইনডেক্স নম্বর	ঃ
(৬)	বর্তমান ঠিকানা	ঃ
(৭)	স্থায়ী ঠিকানা	ঃ
(৮)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও কোড নম্বর	ঃ
(৯)	চাকুরীতে যোগদানের তারিখ	ঃ
(১০)	জন্ম তারিখ	ঃ
(১১)	মৃত্যুর সময় বেতনক্রম ও মূল বেতন	ঃ
(১২)	মৃত্যুর তারিখ ও প্রমাণ পত্র	ঃ
(১৩)	সর্বশেষ উত্তোলিত মোট বেতন	ঃ
(১৪)	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ডকে সর্বশেষ চাঁদা প্রদানের তারিখ	ঃ
(১৫)	মোট চাকুরীর কাল	ঃ
(১৬)	আবেদনকারীর নাম ও সম্পর্ক	ঃ
(১৭)	উত্তরাধিকারের প্রত্যয়নপত্র (সাকসেশন সার্টিফিকেট)	ঃ

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লেখিত তথ্য সঠিক ও নির্ভুল এবং আমি কোন তথ্য গোপন করি নাই। যদি কোন তথ্য অসত্য বা ভুল প্রমাণিত হয় তাহা হইলে আমি এই আবেদনপত্রের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকিব।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

প্রত্যয়নপত্র ঃ বর্ণিত তথ্যাদি সঠিক বলিয়া প্রত্যয়ন করিতেছি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর।"।

বোর্ড পরিচালনা পরিষদের আদেশক্রমে,

ফারুক আহমদ সিদ্দিকী
চেয়ারম্যান।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।